DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 22 Nov 2026, 06:29 PM

আন্তর্জাতিক

ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া নেতানিয়াহু, ইসরায়েলে বাড়ছে সহিংসতার শঙ্কা

সূত্র: আল-জাজিরা



প্রতিবেদক: ঢাকা প্রোব ডেস্ক
প্রকাশের তারিখ: শনিবার, ২১ নভেম্বর ২০২৬, ০৭:৩১ AM



ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া নেতানিয়াহু, ইসরায়েলে বাড়ছে সহিংসতার শঙ্কা

ইসরায়েলের সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর রাজনৈতিক সংকটে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বিরোধীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণ, নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং আরব রাজনৈতিক দলগুলোর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি। এমন পরিস্থিতিতে দেশটিতে রাজনৈতিক সহিংসতা, এমনকি গৃহযুদ্ধের আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

গত ২৭ অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে ইসরায়েলের রাজনীতিতে উত্তেজনা বাড়ছে। দীর্ঘদিন দেশটির নেতৃত্বে থাকা নেতানিয়াহুকে এবার ক্ষমতা ছাড়তে হতে পারে। তবে বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করতে পারবে কি না, তার ওপর নির্ভর করছে ক্ষমতার পালাবদল।

সরকার গঠনের জন্য আইজেনকটের জোটকে আরব নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন নিতে হতে পারে। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এসব দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন নেতানিয়াহু। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও তুলেছেন তিনি। যদিও এসব অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি।

আল-জাজিরার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে উগ্র ডানপন্থীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। তাঁদের কেউ কেউ গৃহযুদ্ধের হুমকিও দিচ্ছেন। সমালোচকদের অভিযোগ, ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে ইরানের সঙ্গে নতুন করে সংঘাত তৈরির চেষ্টাও করেছেন নেতানিয়াহু।

এদিকে নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডেভিড জিনির নেতৃত্বাধীন অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেত পাঁচজন আরব আইনপ্রণেতার ফোনে আড়ি পাতার অনুমতি চেয়েছিল বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশি হস্তক্ষেপের সন্দেহে তাঁদের ওপর নজরদারি চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। নির্বাচনের দিন কয়েকজন আরব বংশোদ্ভূত রাজনীতিককে গ্রেপ্তারের অনুমতিও চেয়েছিল সংস্থাটি। তবে অ্যাটর্নি জেনারেল এসব আবেদন নাকচ করে দেন।

বিরোধী নেতা ইয়ার লাপিদ এবং আরব রাজনৈতিক জোট জয়েন্ট লিস্টের প্রধান ইউসেফ জাবারিনসহ কয়েকজন রাজনীতিক এসব পদক্ষেপকে অভ্যুত্থানের চেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে নির্বাচনের আগে ভোট কেনাবেচার অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা।

বিশ্লেষক ও কয়েকজন ইসরায়েলি রাজনীতিকের মতে, নেতানিয়াহুর এসব তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা ধরে রাখা। তা সম্ভব না হলে এমন সরকার গঠনের পথ তৈরি করা, যে সরকার তাঁর ও তাঁর মিত্রদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল থাকবে।

ক্ষমতা হারালে বাড়তে পারে আইনি জটিলতা

নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও এখন ঝুঁকির মুখে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় তাঁর বিরুদ্ধে চলমান দুর্নীতির মামলার বিচারকাজ বিভিন্ন সময় পিছিয়েছে। ক্ষমতা হারালে এসব মামলার পরিণতি তাঁর জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

২০১৯ সাল থেকে তিনটি পৃথক মামলায় ঘুষ, জালিয়াতি ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগের মুখোমুখি রয়েছেন নেতানিয়াহু। ২০২০ সালের মে মাসে তাঁর বিচার শুরু হয়। এসব অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে তাঁর।

এ ছাড়া ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলে হামলার আগে নিরাপত্তা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেতানিয়াহু ও তাঁর সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ওই হামলার ব্যর্থতা তদন্তে রাষ্ট্রীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি উঠেছে। গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান শুরুর পর এ দাবি আরও জোরালো হয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা নেতানিয়াহুকে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করেছিলেন। এসব প্রতিবেদন প্রকাশের পর তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

অন্যদিকে গাজা যুদ্ধ এবং বিচার বিভাগের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়েছে। সমালোচকদের মতে, এসব ঘটনা নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে জনমতকে অন্যদিকে সরিয়ে রাখার সুযোগ তৈরি করেছে।

লন্ডনের কিংস কলেজের ইসরায়েলবিষয়ক বিশ্লেষক আহরন ব্রেগম্যানের মতে, নির্বাচনে পরাজয় নেতানিয়াহুর কাছে কেবল রাজনৈতিক বিপর্যয় নয়, ব্যক্তিগত সংকটও। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর পদ হারালে দুর্নীতির মামলায় তাঁর অবস্থান আরও জটিল হতে পারে। তাঁর ভাষায়, ক্ষমতা হারানোর অর্থ নেতানিয়াহুর জন্য এত দিনকার সুরক্ষাকবচ হারানো।

রাজনৈতিক সহিংসতার আশঙ্কা বাড়ছে

নির্বাচনের পর ইসরায়েলে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও ছড়িয়ে পড়েছে। ডানপন্থী বিক্ষোভকারীরা বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকটের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেছেন। আরব দলগুলোর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন না করতে তাঁকে সতর্ক করেন তাঁরা। এ সময় আইজেনকটকে বিশ্বাসঘাতক বলেও স্লোগান দেওয়া হয়।

এ ছাড়া হাইফার ইহুদি ধর্মীয় আদালতের সাবেক প্রধান রাব্বি গেদালিয়া অ্যাক্সেলরডের একটি চিঠি প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে □দিন রোদেফ□ বা □ধাওয়া করার আইন□ নামে একটি ধর্মীয় বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯৫ সালে ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইৎজাক রবিনকে হত্যার পক্ষে যুক্তি হিসেবে একই বিধান ব্যবহার করেছিলেন হত্যাকারী ইয়িগাল আমির। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে অসলো শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে তিনি রবিনকে হত্যা করেন। ফলে অ্যাক্সেলরডের চিঠিতে ওই বিধানের উল্লেখ নতুন করে রাজনৈতিক সহিংসতার আশঙ্কা তৈরি করেছে।

বামপন্থী হাদাশ পার্টির সংসদ সদস্য ওফের কাসিফ মনে করেন, আইজেনকটের সরকার গঠনে যত দেরি হবে, রাজনৈতিক সহিংসতার ঝুঁকি তত বাড়বে। তাঁর আশঙ্কা, ক্ষমতায় টিকে থাকতে নেতানিয়াহু যেকোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন। ডানপন্থীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আলোচনা এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার হুমকিকে তিনি উদ্বেগজনক বলে মনে করেন।

এদিকে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করার অভিযোগে নেতানিয়াহু তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

তবে নির্বাচনের আগের রাতে পুলিশকে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত হতে পারে। একইভাবে শিন বেতের প্রধান ডেভিড জিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার কোনো উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এমন অভিযোগ প্রমাণিত হলে গোয়েন্দা সংস্থাটির স্বাধীনতা এবং জিনির পদও ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

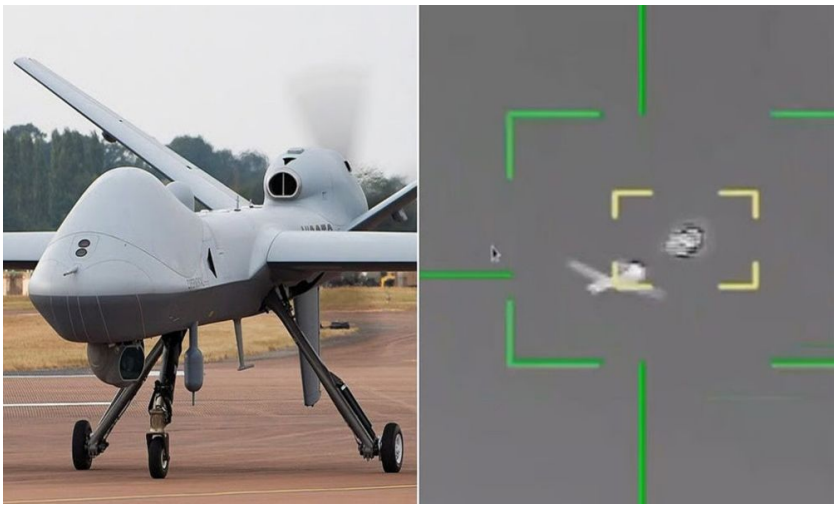
যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউসের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ফেলো ইয়োসি মেকেলবার্গের মতে, নেতানিয়াহুর কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্ষমতায় টিকে থাকা। এ লক্ষ্য পূরণে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা বিপদে পড়লেও তিনি পিছপা হবেন না বলে মনে করেন এই বিশ্লেষক।

এ বিভাগের আরও খবর



ক্রিমিয়া সেতুতে হামলার জবাবে ইউক্রেনে রাশিয়ার ব্যাপক হামলা, নিহত ৮

ক্রিমিয়া সেতুতে ইউক্রেনের হামলার প্রতিক্রিয়ায় দেশটির বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে রাজধানী কিয়েভে ছয়...



হরমুজ প্রণালিতে মার্কিন এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন ভূপাতিতের দাবি ইরানের

পারস্য উপসাগরের গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে ইরান। দেশটির সেনাবাহ...



সৌদি ভূখণ্ডের কিছু অংশ হুথিদের দখলে, দাবি টাকার কার্লসনের

ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের কিছু এলাকা দখলে রেখেছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন রক্ষণশীল পডকাস্টার টাকার কার্লসন। তাঁর অভিযোগ, সৌদি ভূখণ্...



বাব আল-মান্দেবের পর এবার এডেনের পথে হুতিরা, অবরুদ্ধ হওয়ার শঙ্কা

ইয়েমেনের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ বাব আল-মান্দেব প্রণালি ও লোহিত সাগরের উপকূলীয় এলাকায় প্রভাব বিস্তারের পর এবার দক্ষিণাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://dhakaprobe.com/international/kshmta-dhre-rakhte-mriya-netaniyahu-israyele-barchhe-shingstar-shngka